দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 22 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

040

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা

এক বছরে ফেলের আর্থিক খেসারত একশ কোটি টাকা!

খায়রুল আনোয়ার। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতি বছর বিরাট সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অকৃতকার্যতা তাদের অভিভাবকদের জন্যে আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনে। চলতি বছরে উভয় পরীক্ষায় শুধুমাত্র পরীক্ষার ফিস বাবদ অভিভাবকদের প্রায় পৌণে নয় কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, উভয় পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর অর্ধেক ছাত্রছাত্রী ফেল করায় প্রতি বছর অভিভাবক এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ টাকার অংকে একশ কোটি টাকার মত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্টে (শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

একশ কোটি টাকা

(প্রথম পৃঃ পর)

এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অকৃতকার্যতা ব্যাপক হতাশা এবং জাতীয় অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত দশ বছর শিক্ষা কার্যক্রম অতিবাহিত করার পর একজন ছাত্র বা ছাত্রী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় বসার সুযোগ হয় মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দু বছর পর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অধ্যয়ন শেষে। উল্লেখ্য উভয় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীকে স্কুল-কলেজের নির্বাচনী বা টেস্ট পরীক্ষায় পাস করতে হয়।

এ দশ-বার বছরে একজন শিক্ষার্থীর জন্যে তার অভিভাবককে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফিস, টেস্ট পেপার, সাজেশন্স বই কেনা ইত্যাদি বাবদও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা খরচ হয়। অনেক পরীক্ষার্থী গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়ে। প্রাইভেট টিউটরের পারিশ্রমিক মাসে তিন-চার শ টাকা থেকে সর্বোচ্চ দু হাজার টাকা পর্যন্ত। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে অনেক ছাত্রছাত্রী বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখতে না পারলেও কিছুটা কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষকের বাড়ি গিয়ে অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে ব্যাচ বা গ্রুপে কোচিং নিয়ে থাকে।

১৯৮৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৪ লাখ ৮ হাজার ৪৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে ২ লাখ ২৫ হাজার ৩৮২ জন ফেল করেছে। এসএসসিতে শুধুমাত্র পরীক্ষার ফিস ছিল ২৫০ টাকা। এইচএসসিতে এ বছর অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখ ৬৬ হাজার ৮৯ জন। এ পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী পিছু ফিস ছিল ২৬০ টাকার মত। ফলে এ বছর উল্লিখিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফেল করায় শুধু পরীক্ষার ফিস বাবদই অভিভাবকদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৮ কোটি ৭১ লাখ ২৪ হাজার টাকারও বেশি।

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে: প্রতি বছর বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অকৃতকার্যতাকে অনেকেই এ পরীক্ষা পদ্ধতির প্রধান সীমাবদ্ধতা বলে মনে করেন। সত্যিকার অর্থে এ অকৃতকার্যতা বিরাট জাতীয় অপচয়। এটা শিক্ষার্থীর জন্য সময়ের অপচয়, তার অভিভাবকের আর্থিক ক্ষতি এবং সকলের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি অশান্তি ও নৈরাশ্য বহন করে আনে।